বিষয়বস্তুঃ বিস্‌মিল্লাহ্‌’ পড়ার ফযীলত ও গুরুত্ব।

শাওয়াল মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৮ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী, ১৯ মে ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৫

نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্‌তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, ‘বিস্‌মিল্লাহ্‌’ পড়ার ফযীলত ও গুরুত্ব। কুরআন মজীদে সূরা আ’লাকের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ “আপনি আপনার প্রভুর নাম নিয়ে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ তাদের উপাস্য দেব দেবীদের নামে শুরু করত। তাদের এ প্রথাকে রহিত করার জন্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্ব প্রথম এ আয়াতটি

নিয়ে এসেছিলেন। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নামে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় মানুষকে প্রত্যেক কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে আরম্ভ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিস্‌মিল্লাহ পড়ার উপকারীতাঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهوَ أَقْطَعُ

"প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলে শুরু করা হয় না তা অসম্পূর্ণ।" ঈমাম নববী (রহ) কিতাবুল আযকারের ৩২৭ নম্বরে এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম' এর অর্থ, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হাদীসের অর্থ হল, যে কাজটি 'বিস্‌মিল্লাহ' দ্বারা শুরু করা হয় না আল্লাহ তায়ালার দরবারে সে কাজের কোন মূল্য নেই। পক্ষান্তরে যদি সেই কাজটি 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়ে শুরু করা হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা সে কাজে বরকত দান করেন এবং সেই কাজে দুনিয়ারও উপকার হয় এবং আখেরতেরও উপকার হয়।

যাইহোক হাদীসে প্রত্যেক কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ বলার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাই সেই কাজটি দুনিয়াবী হোক অথবা আখেরতের। মসজিদে প্রবেশ করার সময়, মসজিদ থেকে বার হওয়ার সময়, ঘরে প্রবেশ করার সময়, ঘর থেকে বার হওয়ার

সময়, মোট কথা, সমস্ত কাজ করার আগে আল্লাহর নাম স্মরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সুনানে আবূ দাউদের ৩৭৩১ নম্বর হাদীসে হযরত (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَأَطْفِ أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ

(রাত্রে শোয়ার সময়) "তোমার ঘরের দরজা বন্দ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর (বিসমিল্লাহ পড়)। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দরোজা খুলতে পারে না। আর বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। পাত্রগুলো ঢেকে দাও যদিও তার উপর একটা লাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। নিজের (পানির) মশ্কসমূহের মুখ বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর।"

সুধীবৃন্দ ! শয়তান যে কোন জায়গায় প্রবেশ করে মানুষের মনে বিভিন্ন রকম কুমন্ত্রণা দিতে পারে। কিন্তু 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে যদি কেউ ঘরের দরজা বন্ধ করে, তবে সেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। আল্লাহর নামের বরকতে সেই ঘরের সকলে শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকে। তবে যদি কেউ 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে দরোজা বন্ধ করার পর নিজেই কোন গোনাই লিপ্ত হয়, তখন শয়তানের প্রবেশপথ আবার খুলে যায়।

উযূ করার আগে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলার ফযীলতঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهَ لَمْ يُطَهِّرْ إِلَّا مَوضِعَ الْوُضُوءِ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পড়ে) উযূ করে, সে উযূ তার শরীরের সমস্ত অঙ্গকে পাক-পবিত্র করে দেয়। আর যে ‘বিসমিল্লাহ’ না পড়ে উযূ করে, তার কেবল উযূর অঙ্গগুলি পাক করে দেয়।” সুনানে দারা কুতনীর ২৩২ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অর্থ হল, ‘বিস্‌মিল্লাহ’ পড়ে উযূ করলে, তার সমস্ত শরীরের যে সব অঙ্গ দ্বারা সগীরা গোনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়। আর ‘বিস্‌মিল্লাহ’ না পড়ে উযূ করলে কেবল উযূতে ধোওয়া অঙ্গগুলি দ্বারা যেসব সগীরা গোনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে যাবে।

ভাই সকল ! দৈনিক আমাদের অনেকবার উযূ করতে হয়। যদি আমরা ‘বিস্‌মিল্লাহ’ পড়ে উযূ করি, তবে আমরা উযূ করার সম্পূর্ণ সওয়াব পেয়ে যাব। আমাদের সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

খানা খাওয়ার আগে ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলাঃ

সুনানে তিরমিযীর ১৮৫৮ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬ জন সাহাবার সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দু’ লোকমায় সব খাবার খেয়ে ফেলে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ যদি সে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়ে খানা

খেত, তবে এ খানা সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। অতঃপর নবীজি বলেছিলেনঃ

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

তোমাদের কেউ যখন খানা খাবে, তখন 'বিস্‌মিল্লাহ' বলবে। যদি খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া ভুলে যায়, তাহলে বলবে, বিস্‌মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আ-খিরহু।

খাওয়ার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বা আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান সেই খাবারে শরীক হয়। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করি। উমাইয়া ইবনে মাখশী (রযি) বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন, একব্যক্তি সেখানে 'বিস্‌মিল্লাহ' না পড়ে খানা খাচ্ছিল, কেবল মাত্র এক লোকমা খাদ্য বাকি ছিল। তখন লোকটি بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَه পড়ে। নবীজি তখন হেসে বলেনঃ শয়তান তার সাথে খানা খচ্ছিল, আর যখন সে আল্লাহর নাম নিল, তখন শয়তান বমী করে সব খাবার বার করে দিল। সুনানে আবূ দাউদের ৩৭৬৮ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

মনে রাখবেন, কোন কোন কাজ এমন আছে যা 'বিস্‌মিল্লাহ' দ্বারা শুরু না করলে সে কাজটি বৈধ হয় না। যেমন, কোন জন্তু বা মুরগি-পাখি জবাই করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়া ওয়াজিব। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে 'বিস্‌মিল্লাহ' না পড়ে জবাই করা হয় তবে সেই জন্তুর গোশত্ খাওয়া হারাম। যেমন মদ পান করা হারাম। শুকরের গোসত খাওয়া হারাম। অনুরুপ ভাবে আল্লাহ তায়ালার নাম না নিয়ে জবাই

করা জন্তুর গোসত খাওয়া হারাম। সূরা আনআ'মের ১২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاِنَّه لَفِسْقٌ

"যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না, তা ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ করা গোনাহ্।"

শ্রোতামন্ডলী ! জন্তু জবাই করার সময় 'বিস্মিল্লাহ্' পড়ার আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (১) মানুষ ! তোমরা এটা চিন্তা করে দেখ, যে পশুকে তোমরা জবাই কর, তোমাদের মত তাদেরও প্রাণ আছে। তোমরা যেমন বেঁছে থাকতে চাও, তারাও বেঁছে থাকতে চায়। তোমরা যেমন চাও, কেউ যেন তোমাদের কষ্ট না দেয়, তারাও চায় কেউ যেন তাদের কষ্ট না দেয়। কেউ যদি তোমাদের জবাই করে তোমাদের গোশ্ত খেতে চায়, তা তোমাদের উপর যুলুম ও কষ্টের কারণ হবে। সুতরাং এসব পশুগুলো জবাই করাও তাদের উপর যুলুম ও না জাইয। তবে এসব পশু জবাই করা এ জন্য জাইয হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যিনি এসব জন্তু ও সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদের স্বাদ গ্রহণের জন্য উত্তম খাদ্য হিসাবে এসব জন্তু জবাই করা জাইয করেছেন। কিন্তু শর্ত হল, তোমরা জবাই করার সময় 'বিস্মিল্লাহ্' বা বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা নাম নিয়ে আমি জবাই করছি, যিনি সবচেয়ে বড় ও মহান। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা করতে

পারেন। তিনি এসব পশুগুলো জবাই করা আমাদের জন্য জাইয করেছেন।

(২) মানুষকে ভাবতে হবে যে, আমাদের মধ্যে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে, যার কারণে এসব পশুকে জবাই করা তাদের জন্য জাইয করা হয়েছে? নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা একটি মহত উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের উপকারের জন্য পৃথিবীর সবকিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে।আর সে উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-উপাসনা করা। অতএব, আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে ‘বিস্‌মিল্লাহ’ দ্বারা সমস্ত কাজ আরম্ভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল